ইউনিট-৫

শিক্ষার্থীর ভাষায় পারদর্শিতা উন্নয়ন

অধিবেশন ২৫ ঃ ছোটগল্প : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

অধিবেশন ২৬ ঃ উপন্যাস : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

অধিবেশন ২৭ ঃ কবিতা : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

অধিবেশন ২৮ ঃ প্রবন্ধ : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

অধিবেশন ২৯ ঃ নাটক : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

অধিবেশন ৩০ ঃ বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-১

ইউনিট -৫ **অধিবেশন- ২৫**

ছোটগল্প : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রাণোচ্ছল শাখা হচ্ছে ছোটগল্প। ছোটগল্প বিশেষ গদ্যরচনা, যা কথা সাহিত্যের অন্তর্গত। ছোটগল্পের ধারণাটি এসেছে মূলত: ইংরেজি সাহিত্য থেকে। ছোটগল্প আকারে ছোট। তবে এটিই তার মূল বৈশিষ্ট্য নয় বরং প্রকৃতিগত ও মর্মগত দিকসমূহই ছোটগল্পের প্রধান পরিচায়ক। লেখক যখন জীবনের কোন ক্ষুদ্র খন্ডকে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন, যখন সকল প্রকার বাহুল্য, অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনার ভিড় পরিহার করে তার রচনাকে একটি সুন্দর ব্যঞ্জনায় ভূষিত করতে পারেন তখনই ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়। বৈশিষ্ট্যের দিকসমূহ বিবেচনায় রেখে শ্রেণীতে ছোটগল্প পাঠদান করতে হয়। সে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বহুবিধ কলাকৌশল। তবে সকল ক্ষেত্রেই গল্পটির উপজীব্য বিষয় ও পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ছোটগল্প পাঠদানের কলাকৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : ছোটগল্পের সংজ্ঞা

ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার সূচনা ও সমাপ্তিতে থাকে নাটকীয়তা এবং যাতে ব্যঞ্জিত হয় জীবনের কোন খন্ডিত অংশ আশ্রিত লেখকের শিল্পী মানস। E.A Poe বলেন, যে গল্প ৩০ মিনিট থেকে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায় তাকে ছোটগল্প বলে। ইংরেজ উপন্যাসিক এইচ জি ওয়েলস বলতেন, ছোটগল্প দশ থেকে ৫০ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ করার মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কিছু তথ্য দুই কলামে উল্লিখিত আছে। আসুন আমরা দাগ টেনে মিলাই।

• E.A Poe	• প্রতীতিজাত
• শিল্পী মানস	• ১০ মি. — ৫০ মি.
• গদ্যকাহিনী	• নাটকীয়তা
• এইচ জি ওয়েলস	• ৩০ মি. — ১২০ মি.
• সূচনা ও সমাপ্তি	• জীবনের খন্ডিত অংশ আশ্রিত

পর্ব-২ : ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প বলতে ছোট গল্পকেই বুঝিয়ে থাকে। ছোটগল্প গীতি-কবিতার মতই ব্যঞ্জনাধর্মী। এতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক ভাষা এবং অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনা বর্জন করা হয়। জীবনের রসঘন একটি খন্ডিত মুহূর্তই এর উপজীব্য। ছোটগল্পের শুরু ও শেষে নাটকীয়তা থাকে। এর ভাষা সুসংহত, কাব্যিক, গীতিধর্মী, চিত্রময় এবং প্রাঞ্জল হয়ে থাকে। লেখকের সংবেদনশীল মানসিকতার প্রতিফলন, নির্লিপ্ত ভাব-কল্পনা ও ব্যঞ্জনার অতৃপ্তির মধ্যদিয়ে ছোটগল্পে বিম্বিত হয় মানব জীবন প্রবাহের মনস্তত্ত্বগত, চরিত্রগত বা নীতিগত কোন সমস্যা।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে বাম পাশে বর্ণীত কবিতাংশে বাংলা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। কবিতাংশ পড়ে ডান পাশের ফাঁকা স্থানে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দু:খ কথা	১।
নিতান্তই সহজ সরল	২।
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি	৩।
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।	৪।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা	৫।
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ	৬।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে	৭।
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ-	

পর্ব-৩ : ছোটগল্প পাঠদানের কলাকৌশল

দান প্রক্রিয়া সবসময়ই নির্বাচন করতে হয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার অর্জিত জ্ঞানকে সুসংহত করা, ভাষার শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া, কল্পনাশক্তির

বিকাশ ও সৃষ্টিশীলতার উৎসারণ ঘটানোই শ্রেণীকক্ষে ছোটগল্প পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য। ছোটগল্প পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতির যেসব উপ-পদ্ধতি ও কলাকৌশল শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করবেন তা অবশ্যই হতে হবে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। সেই বিবেচনায় তিনি সমস্যা সমাধান, মাইন্ড ম্যাপিং, বিষয়বস্তুগত বাক্য গঠন, বৈষম্য অনুসন্ধান, ব্রেইন স্টর্মিং, ভিজ্যুয়ালাইজেশন, চকবোর্ড সারসংক্ষেপ, তালিকা প্রস্তুতকরণ, শ্রেণীকরণ, ত্রুটি শনাক্তকরণ, ক্রমান্বয়ে সাজানো, সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারণ, তুলনাকরণ, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলে কাজ প্রভৃতি কলাকৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

কবিতার মতো গদ্য পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষক লেখক পরিচিতি, আদর্শ পাঠ, সরব পাঠ, শব্দার্থ শেখানো, পাঠ বিশ্লেষণ, কাজ প্রদান ও কাজের ফলাবর্তন প্রভৃতি পর্যায় ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে পারেন।

নিচের ছকে বাম পাশে ছোটগল্প পাঠদানের পর্যায়ক্রম উল্লিখিত আছে। চলুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডানপাশের ফাঁকা স্থানে প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষকের করণীয়সমূহ লিখি।

পর্যায়	**শিক্ষকের করণীয়**
লেখক পরিচিতি	
আদর্শ পাঠ	
সরব পাঠ	
শব্দার্থ	
পাঠ বিশ্লেষণ	
কাজ প্রদান : (বিষয়গত বাক্য গঠন, সমস্যা সমাধান, তালিকা প্রস্তুতকরণ... প্রভৃতি কৌশল ভিত্তিক)	
ফলাবর্তন	

ইউনিট -৫ **অধিবেশন- ২৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

ছোটগল্প: বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং প্রাণোচ্ছল শাখা হচ্ছে ছোটগল্প। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত (Impression) একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একমাত্র বক্তব্য কোন ঘটনা বা কোন পরিবেশ বা কোন মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" ছোটগল্পের আকৃতিগত বিবেচনা মূখ্য নয়; বরং প্রকৃতিগত ও মর্মগত দিক বিচার করেই ছোটগল্পকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করা হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষাযাপন কবিতার অংশ বিশেষ ছোটগল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়-

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা

নিতান্তই সহজ সরল

সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হ'য়ে হইল না শেষ-

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

ছোটগল্প লেখকের আত্ম-সচেতন সৃষ্টি। শেষ হয়েও হইল না শেষ, এই পংক্তিটির মধ্যে ছোটগল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। এছাড়াও ছোটগল্পের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্যণীয়।

ব্যঞ্জনধর্মিতা : সাধারণত কবিতার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয় হলেও ছোটগল্পেও এর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনাভঙ্গির স্বতন্ত্র প্রয়োগের জন্যই কখনও কখনও ছোটগল্পের শব্দগুচ্ছ বা বাক্য তার অর্থকে ছাড়িয়ে গভীর ভাব-ব্যঞ্জনা মূর্ত করে তোলে।

সুসংবদ্ধতা : ছোট গল্পের ভাষা, চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস হয়ে থাকে সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন ঘটনা ও চরিত্রের স্থান ছোটগল্পে একেবারেই থাকে না।

সংবেদনশীলতা : ছোটগল্প জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ। এতে লেখকের সংবেদনশীল মানসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে থাকে।

জীবনের খন্ড অংশ : ছোট গল্পের ক্যানভাসে মূর্তিত হয় বৃহৎ জীবন প্রবাহের একটি খন্ডিত রসঘন মুহূর্ত। আর এ মুহূর্তটির বহমানতা হয়ে থাকে দ্রুত গতির-

চরম মুহূর্ত : নাটকের তৃতীয় অংকে যেমন ঘটনার চরম উৎকর্ষ বা Climax রূপ পায় ছোট গল্পেও তেমনি একটি চরম মুহূর্ত লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে পাঠকের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে পড়ে পরবর্তী পরিণতি জানার প্রত্যাশায়।

ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি : এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হয় গল্পের শেষ পরিণতিতে। দৃশ্যত গল্পটি শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের মনে একটি অতৃপ্তিবোধ থেকেই যায়। এর পর কী হল, কী হতে পারে- এই বিষয়ে পাঠক চিন্তিত হয়। বস্ত্তত এটিই ছোট গল্পের সার্থক পরিণতি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছোটগল্প পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশল

অর্থপূর্ণ শিখনের প্রধান ও পূর্বশর্ত হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি। অথার্ৎ শ্রেণীতে ছোট গল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গল্পটির আলোকে যে শিখনফল বা আচরণিক উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে তা শেখাতে হবে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজ করানোর মধ্য দিয়ে। শিখনফল অনুযায়ী এমন কাজের আয়োজন শ্রেণীতে রাখতে হবে- যেন ঐ কাজটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে হয়; বারবার গল্পটির অংশবিশেষ পড়ে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য দলীয় বা জোড়ায় চিন্তা সমন্বয়ের চেষ্টা চালাতে হয়। ছোট গল্প পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষককে কতকগুলো সাধারণ-ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন- লেখক পরিচিতি, আদর্শ পাঠ, সরব পাঠ, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

(১) **লেখক পরিচিতি :** যে কোন ছোট গল্পের প্রথম অংশ পাঠদানের দিন শ্রেণীতে প্রথমে ঐ গল্পের লেখকের পরিচিতি বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক লেখক পরিচিতি সম্পর্কে ২/১ মিনিটের মিনি লেকচার দেবার পর শিক্ষার্থীদেরকে লেখক পরিচিতি অংশ পড়ে জোড়ায় জোড়ায় খাতায় তথ্যছক তৈরি করতে বলবেন। পরে ফলাবর্তন দিবেন।

(২) **আদর্শ পাঠ :** গল্পের নির্বাচিত অংশ শিক্ষক শ্রেণীমুখী হয়ে পঠনের আদর্শগত সকল দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ করে শোনাবেন। এসময় শিক্ষার্থীরা বই খুলে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ অনুসরণ করবে।

(৩) **সরব পাঠ :** কয়েকজন আগ্রহী শিক্ষার্থী সরব পাঠ করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পাঠের ভুল সংশোধন করবেন।

(৪) **শব্দার্থ শেখানো :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অর্থ- না- জানা শব্দগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করতে বলবেন এবং সাথে সাথে শুধু মূল শব্দগুলো বোর্ডের একপাশে নিচে নিচে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত শব্দগুলো বোর্ডে লিখা হয়ে গেলে ঐ শব্দসমূহের অর্থ- শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় চিন্তা করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ফলাবর্তন দিবেন।

(৫) **পাঠ-বিশ্লেষণ :** শিক্ষক এই অংশে প্রথমে খুব সংক্ষেপে (২/৩ মিনিট) পুরো পাঠের মূল দিকগুলো মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদেরকে অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির সম্পূরক নিম্নরূপ কলাকৌশল ভিত্তিক কাজ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে পাঠের প্রকৃতির দিক বিবেচনায় রেখে কাজগুলো (এক বা একাধিক) নির্বাচন করতে হবে।

সমস্যা সমাধান : শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত সমস্যার আলোকে চিন্তা করে দলীয় বা জোড়ায় সমাধান খুঁজে বের করতে বলা ও শ্রেণীতে দল/ জোড়ার পক্ষে উপস্থাপন করতে বলা।

মাইন্ড ম্যাপিং : শিক্ষার্থীদেরকে পোস্টার পেপারে অথবা নিজ নিজ খাতায় পাঠের একটি মূল শব্দ লিখে এর চারপাশে তার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো লিখতে বলা।

Words flash : শিক্ষার্থীদেরকে ধারাবাহিকভাবে পাঠের প্রধান শব্দগুলো দিয়ে পাঠের বিষয়বস্তু/তথ্য নির্ভর বাক্য গঠন করতে দেওয়া।

বৈষম্য অনুসন্ধান : শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ সংশ্লিষ্ট দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের তুলনা করে বিষয় দু'টির বিভিন্ন দিকের পার্থক্য নিরূপণ ও বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে বলা।

ব্রেইন স্টর্মিং : পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক গভীরভাবে চিন্তা করে ঐ দিকসমূহের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করতে বলা।

ভিজ্যুয়ালাইজেশন : শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ করে পরে চোখ খুলে সঙ্গির সাথে মত বিনিময় করে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করতে বলা।

চক বোর্ড সার-সংক্ষেপ : পুরো পাঠের মূল শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচন করিয়ে সাথে সাথে পরিকল্পনামত ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখা।

তালিকা প্রস্তুত: পাঠের বিভিন্ন দিক-সংশ্লিষ্ট উপ-দিকগুলো তালিকা আকারে লিখতে বলা।

শ্রেণীকরণ : এলোমেলোভাবে মিশ্রিত অনেকগুলো তথ্যকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজাতে বলা।

ত্রুটি শনাক্তকরণ: পাঠ-সংশ্লিষ্ট অথচ ভুল তথ্য সন্নিবেশিত সরবরাহকৃত অনুচ্ছেদ পড়ে তা সংশোধন করতে বলা।

এছাড়াও শিক্ষক শ্রেণীতে বাংলা ছোটগল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠের উদ্দেশ্যভিত্তিক কাজ নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত দিকগুলো বিবেচনায় রাখবেন। যেমন-

- ছোটগল্পের কাঠামোগত দিক
- প্রধান ও পার্শ্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- গল্পের আদর্শগত দিক বা নীতিমালা
- সমধর্মী অন্য গল্পের সাথে তুলনা করা
- গল্পে বর্ণীত শৈল্পিক ও তাৎপর্যমন্ডিত বক্তব্য/ বাক্য বিশ্লেষণ
- বাংলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সাথে শ্রেণীতে নির্বাচিত গল্পটি পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যগত সাযুজ্য অনুধাবন।

তবে পাঠদানের কলাকৌশল অবশ্যই নির্বাচিত শিখনফল অনুগামী হতে হবে। আর শিখনফল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন গল্পটি পঠন পাঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

মূল্যায়নঃ

১। উদ্দেশ্যের সাথে পাঠদান পদ্ধতির কী সম্পর্ক রয়েছে? পাঠদানের সময় একজন শিক্ষকের এই সম্পর্ক বিবেচনায় রাখা আবশ্যক কেন?

২। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের আলোকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত 'ছুটি' গল্পটির মূল্যায়ন করুন। এই গল্পটি পাঠদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কোন কোন কৌশল কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১ : ছোটগল্পের সংজ্ঞা

E A Poe — ৩০মি.–১২০ মি.

শিল্পী মানস — জীবনের খন্ডিত অংশ আশ্রিত

গদ্য কাহিনী — প্রতীতিজাত

এইচ জি ওয়েলস — ১০মি.–৫০মি.

সূচনা ও সমাপ্তি — নাটকীয়তা

পর্ব-২ : ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সুসংবদ্ধতা,
সংবেদনশীলতা,
জীবনের খন্ডরূপ,
ব্যঞ্জনাধর্মীতা,
সরল ঘটনা বিন্যাস,
হঠাৎ শুরু হঠাৎ শেষ,
ঘটনার চরম উৎকর্ষ,
পাঠকের অতৃপ্তিবোধ,
নির্লিপ্ততা।

পর্ব-৩ : ছোটগল্প পাঠদানের কলাকৌশল

ক) লেখক পরিচিতি : তথ্যছক তৈরি করতে বলা, শ্রেণীর কাজ পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন।

খ) আদর্শ পাঠ : আদর্শরূপে পাঠ করা।

গ) সরব পাঠ : শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে পাঠাংশটুকু পড়বে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পাঠের ভুল সংশোধন করবেন।

ঘ) শব্দার্থ : (১) অর্থ না-জানা শব্দ শিক্ষার্থীদেরকে উল্লেখ করতে বলা।
(২) বোর্ডে মূল শব্দটি লিখা।
(৩) অন্য শিক্ষার্থীদেরকে অর্থ বলতে বলা।
(৪) অর্থ বোর্ডে লিখে দেওয়া।

ঙ) পাঠ বিশ্লেষণ : মিনি লেকচার প্রদান

চ) কাজ পরিচালনা :

বিষয়গত বাক্য গঠন : নির্বাচিত শব্দ ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে নিচে নিচে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে বাক্য তৈরি করতে দেওয়া।

সমস্যা সমাধান : সমস্যামূলক কাজ/প্রশ্ন দলে বা জোড়ায় বা এককভাবে দেওয়া।

তালিকা প্রস্তুতকরণ : তথ্যের তালিকা তৈরি করতে দেওয়া।

ফলাবর্তন : শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া কাজের আদর্শ উত্তর উপস্থাপন করা।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৬**

উপন্যাস : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান পদ্ধতি

উপন্যাস হলো সাহিত্যের একটি আধুনিকতম শিল্প শাখা। ইউরোপে শিল্প বিকাশের পর যখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে তখন আধুনিক একটি মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাসের পূর্ব-পুরুষ ছিল মহাকাব্য। উপন্যাস মূলত গদ্যে রচিত হয়। এটি একটি বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম। বর্তমান সময়ে উপন্যাস সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পশাখা। এ অধিবেশনে আমরা উপন্যাসের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- উপন্যাস বলতে কী বোঝায় তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা উপন্যাসের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- উপন্যাস পাঠদান কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : উপন্যাসের স্বরূপ

উপন্যাস গড়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতিকে কেন্দ্র করে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে মানুষ, মানুষের জীবন সম্পর্কে তার বীক্ষা উপন্যাসে তুলে ধরেন। এজন্য তিনি নির্দিষ্ট সময়, সমাজ প্রেক্ষিতে একটি কাহিনী কাঠামোর আশ্রয় গ্রহণ করে চরিত্র সৃজন করেন। উপন্যাসে সে কাহিনী ও চরিত্র শেষ পর্যন্ত একটি পরিণতি লাভ করে যার মাধ্যমে লেখকের জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়। এজন্য উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে সাহিত্যতাত্ত্বিক শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেছেন "গ্রন্থাকারের জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে"।

বাংলা উপন্যাসের বিখ্যাত ইতিহাসকার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - "গল্প বলিবার একটি বিশেষ ভঙ্গিকে গল্পের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃত ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা সংঘাতে তার চরিত্র স্ফূরণের উদযোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহ একটা আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাই সূক্ষ্ম আলোচনা ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যদিয়ে মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটি বৃহত্তর ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা -ইহাকেই উপন্যাস বলা যেতে পারে।"

তাহলে শিক্ষার্থীরা আসুন এবার উপন্যাস সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করি।

ক) উপন্যাসের অন্তিম উদ্দেশ্য কী?
খ) উপন্যাসের উপজীব্য প্রধানত কারা?
গ) একটি আধুনিক উপন্যাস রচনার ভাষারীতি কোনটি হতে পারে?

পর্ব-২ : উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ

উপন্যাসের স্থির, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা কঠিন। কেননা উপন্যাস হরেক রকমের হতে পারে। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' যে বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তা থেকে আলাদা। তবুও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

(ক) মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের, দার্শনিকের বোধকে কেন্দ্র করে উপন্যাস গড়ে ওঠে।
(খ) উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট সময় ও সমাজকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠে।
(গ) উপন্যাসে একটি কাহিনী থাকে।
(ঘ) উপন্যাসের কাহিনীটি সাধারণত আদি-মধ্য-অন্ত ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত থাকে।
(ঙ) উপন্যাসে চরিত্র থাকে। চরিত্রগুলো পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভেতর দিয়ে বিকাশ লাভ করে।
(চ) ঘটনা থেকে চরিত্র আবার চরিত্র থেকে ঘটনার সৃষ্টি ও বিকাশ থাকে।
(ছ) চরিত্র বিকাশে ঘটনার পারস্পর্য রক্ষিত হবে।
(জ) উপন্যাসে বর্ণনায় চরিত্র বা লেখকের দৃষ্টিকোণ (Point of view) প্রতিফলিত হবে।
(ঝ) কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি বর্ণনায় লেখকের পরিচর্যা (Treatmint) থাকবে।
(ঞ) উপন্যাস প্রধানত গদ্যে রচিত হবে।
(ট) উপন্যাসে জীবনের খণ্ডাংশ নয়, সমগ্র জীবন রূপ লাভ করবে।

পর্ব-৩ : বাংলা উপন্যাসের পরিচয়

বাংলায় লোকগাঁথা, আখ্যান, কাহিনীকাব্য থাকলেও উপন্যাস ছিল না। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস এসেছে মূলত ইংরেজি সাহিত্য থেকে। প্রথম বাংলা সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। কিন্তু তার আগেও উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। খ্রিষ্টান মিশনারী হ্যানী ক্যাথরিন ম্যালেন্স উপন্যাসের আদলে 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। খ্রিষ্ট ধর্মের মহাত্ম প্রচার এ গ্রন্থের লক্ষ্য ছিল। উপন্যাসের কিছু উপাদান এতে থাকলেও সার্থক উপন্যাস এটি ছিল না। ঊনিশ শতকের নব্যধনি বাঙালি বাবুদের কীর্তি কারখানা নিয়ে সে সময় নকশা জাতীয় রচনার চল চালু হয়েছিল। এ ধারায় নকশা জাতীয় রচনা হচ্ছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালী প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) এগুলোতে উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হলেও সার্থক বাংলা উপন্যাস

রচিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে 'কপালকুণ্ডলা'(১৮৬৫), 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩), 'চন্দ্র শেখর' (১৯৭৫), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮১), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ইত্যাদি।

পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনি প্রতিভার মাধ্যমেই বাংলা উপন্যাস বহুবিচিত্র ফলবান হয়ে ওঠে। তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে আছে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুইবোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৩) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের মধ্যে আছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ।

পর্ব-৪ : উপন্যাস পাঠদান পদ্ধতি

উপন্যাস যেহেতু সাধারণ দীর্ঘ রচনা হয়ে থাকে সেহেতু এর পাঠদানে ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। উপন্যাস পাঠদানের জন্য শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষকে ব্যবহার করলে হবে না এজন্য বাড়িতে পাঠেরও সাহায্য নিতে হবে। এ দুয়ের সমন্বয়ে পাঠদান সম্পন্ন করতে হবে। উপন্যাস পাঠদানে যে পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর আশ্রয় নেয়া যেতে পারে তার মধ্যে রয়েছে -

১. সামগ্রিক পঠন
২. শ্রেণীতে পর্যায়ক্রমিক পঠন
৩. কাহিনী বর্ণনা
৪. চরিত্র বিশ্লেষণ
৫. চরিত্র ও চরিত্রায়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ
৬. দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা রীতি বিশ্লেষণ
৭. ভাষার ব্যবহার ব্যাখ্যা
৮. সামগ্রিক আলোচনা তথা ওপন্যাসিকের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

উপন্যাসঃ বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষাদান কৌশল

১. উপন্যাস গদ্য সাহিত্যের একটি অন্যতম সংরূপ(Genere)। এটি একটি বর্ণনামূলক শিল্পকর্ম। উপন্যাসকে 'পকেট থিয়েটার' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে সকল ঘটনা ঘটে থাকে ঔপন্যাসিক তাকে বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসে তুলে ধরেন। উপন্যাস ঔপন্যাসিকের জীবনবীক্ষা (Criticism of life) ও বটে। এ জন্য সাহিত্যতাত্ত্বিক শ্রীশচন্দ্র দাশ উপন্যাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- "গ্রন্থকারের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে"।

২. উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো কাহিনী, কাহিনী বিন্যাস (plot), চরিত্র, চরিত্রায়ন পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা রীতি (treatment) ও ভাষা।

৩.
- উপন্যাস যেহেতু জীবনবীক্ষা, জীবন দর্শন, সেহেতু উপন্যাসে জীবনের খণ্ডাংশ নয়, পূর্ণাঙ্গরূপ রূপায়িত হয়।
- উপন্যাস জীবন, সমাজ ও সময়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে।
- উপন্যাসে সাধারণত একটি ন্যূনতম কাহিনী থাকে, কাহিনীটি একটি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বর্ণিত হয়।
- উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র পরস্পর নির্ভরশীল থাকে। ঘটনা যেমন চরিত্রকে তেমনি চরিত্র ঘটনাকে প্রভাবিত করে চরিত্র ও কাহিনী পরিণতি লাভ করে।
- উপন্যাসে কোন ঘটনাকে বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ একটি জরুরি বিষয়। ঘটনাটিকে কার দৃষ্টিকোণে বর্ণনা করা হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয়।
- কোন বিশেষ মুহূর্তে বা ঘটনা লেখকের পরিচর্যা গুণে মোহনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- ভাষার সৌন্দর্য উপন্যাসের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

৪. বাংলা উপন্যাসের সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। এর আগে কিছু কিছু উপন্যাসের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু প্রথম সফল উপন্যাস রচিত হয় ১৮৬৫ সালে। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের মধ্যদিয়ে বাংলা উপন্যাস বহুবিচিত্র ও পূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা।

৫. উপন্যাস পাঠদানের জন্য প্রথমে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পুরো উপন্যাসকে এক সাথে এক ক্লাশে পাঠদান করা সম্ভব নয়। তাই উপন্যাসকে কাহিনী অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করে পাঠদান করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রথমে পুরো উপন্যাসের কাহিনী সরল ভাষায় বর্ণনা করে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারেন। উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান কাহিনী কাঠামো, কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র ও চরিত্রায়ন, দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা এবং ভাষা প্রসঙ্গ আলাদাভাবে আলোচনা করা উচিত। সবশেষে উপন্যাসের মূল বাণী বা জীবনীবীক্ষাকে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করা যায়।

মূল্যায়নঃ

১. উপন্যাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিন। এ সংজ্ঞার আলোকে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরুন।

২. বাংলা উপন্যাসের ধারা সম্পর্কে লিখুন।

৩. উপন্যাস পাঠদানের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

ক) ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন ফুটিয়ে তোলা।

খ) সমাজের মানুষ।

গ) চলিত গদ্যরীতি।

ইউনিট -৫ **অধিবেশন- ২৭**

কবিতা : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

মানুষের কথা বলাটা গদ্যে শুরু হলেও লেখাটা শুরু হয় কবিতায়। সেই অর্থে সাহিত্যের আদিম সৃষ্টি কবিতা। মানুষের মননশীল হৃদয় যখন রূপের মাঝে অরূপকে আবিষ্কার করল, তখন সে তার কথাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাতে ধ্বনিঝংকার আরোপ করে মূর্ত করে তুলল নতুন ব্যঞ্জনা; সৃষ্টি হল কবিতা। কবিতার অন্তর্গত বিষয় হচ্ছে অনুভূতি। কিন্তু এর বহিরঙ্গের আচ্ছাদন হল ধ্বনির সুষম বিন্যাস। তাই শব্দ ও অর্থগত অলঙ্কারে সুসজ্জিত রসঘন রূপময় প্রকাশই কবিতার মৌল বৈশিষ্ট্য। শ্রেণীকক্ষে কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রেও একজন শিক্ষককে এ বিষয়টিই খেয়াল রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কবিতা পাঠদানের কলাকৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ :

পর্ব-১ : কবিতার সংজ্ঞা

"অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাসকে কবিতা" বলে। কোলরিজের এই সংজ্ঞাটির রয়েছে দু'টি প্রত্যয়। একটি অপরিহার্য শব্দ এবং অন্যটি অবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাস। কবিতার ক্ষেত্রে ধ্বনি ও রূপের যথাযথ অনুষঙ্গ স্থাপনের জন্য কবিকে বেছে বেছে শব্দ চয়ন করতে হয় এবং চয়িত শব্দসমূহকে দিতে হয় একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাস। সুতরাং দেখা যায়, মানব মনের ভাবনা-কল্পনা যখন অনুভূতি-রঞ্জিত, যথাযথ শব্দ সম্ভারে সুষমা-মন্ডিত, চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখন তাকে কবিতা বলা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে কবিতার দু'টি সংজ্ঞা উল্লিখিত আছে। আসুন সংজ্ঞা দু'টির মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করে খাতায় লিখি।

"Best words in the best order" – Coleridge.

"Poetry is the Spontaneous overflow of Powerful feelings." — Wordsworth.

কোলরিজের সংজ্ঞা	ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সংজ্ঞা

পর্ব-২ : কবিতার বৈশিষ্ট্য

গদ্য সাহিত্যের থেকে কবিতার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই "কবিতা ক্ষণকালের বিষয়কে করে তুলতে পারে চিরকালের। কুৎসিতকে করে সুন্দর আর সুন্দরকে করে সুন্দরতর।" কবিতা ভাবকে করে রূপে রূপান্তর। মূলত এগুলোই কবিতার মৌল যোগ্যতা, মৌল বৈশিষ্ট্য।

কবিতা ধ্বনিময়, কবিতা ছন্দোময়। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত, ছন্দে সে মুখর থাকে সবসময়। উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষার সাজে সজ্জিত কবিতা রূপময়ও বটে। তবে এটিই তার শেষ কথা নয়। কবিতা রসের আধার। শান্ত, করুন, বীর, রৌদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রসে সিক্ত থাকে কবিতা। গতিশীলতা, তীর্যকতা এবং জীবন ঘনিষ্টতাও কবিতার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি তাত্ত্বিকতা নয় বা নীতিজ্ঞান প্রচার নয় বরং জগৎ ও জীবনের রহস্যকে সুন্দর করে উপস্থাপন করাটাই কবিতার প্রধান চারিত্রিক লক্ষণ।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার কবিতার পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে/খাতায় তথ্যছক আকারে লিখি।

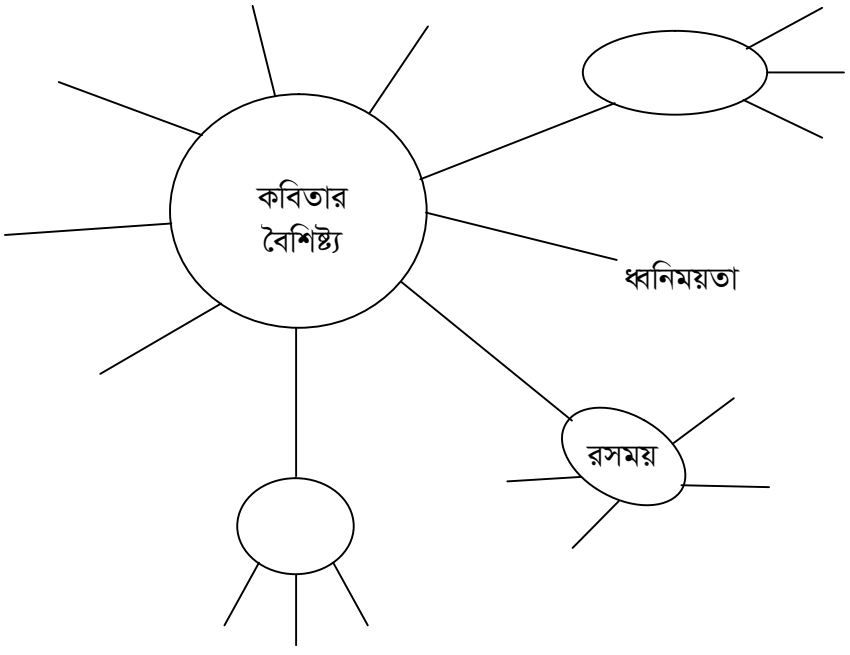

পর্ব-৩ : কবিতা পাঠদানের কলাকৌশল

কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষককে কতকগুলো সাধারণ ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন- কবি পরিচিতি, আদর্শ পাঠ, সরব পাঠ, শব্দার্থ শেখানো, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রভৃতি। আদর্শ পাঠ ও সরব পাঠ ব্যতীত অন্যান্য ধাপে আবার অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- সমস্যা সমাধান, মাইন্ড ম্যাপিং, বিষয়বস্তুগত বাক্য গঠন, বৈষম্য অনুসন্ধান, মিল খুঁজে বের করা, ব্রেইন স্টর্মিং, ভিজ্যুয়ালাইজেশন, চকবোর্ড সারসংক্ষেপ, তালিকা প্রস্তুতকরণ শ্রেণীকরণ, ত্রুটি শনাক্তকরণ, ক্রমান্বয়ে সাজানো, সুবিধা অসুবিধা নির্ধারণ, তুলনাকরণ, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলে কাজ প্রভৃতি।

মনে রাখতে হবে, উপরের যে কৌশলই শিক্ষক শ্রেণীতে ব্যবহার করুন-না-কেন তাতে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকেই প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষক কাজ দেবার আগে কাজের বিষয়বস্তুগত প্রাথমিক ধারণা প্রদানসহ কর্ম সম্পাদনে শিক্ষার্থীরা কে, কী করবে, কেমন করে করবে, কত সময়ের মধ্যে করবে প্রভৃতি আনুষঙ্গিক শর্ত বুঝিয়ে দিবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন। কাজ শেষে আবশ্যক ফলাবর্তন দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে অনুসরণ করতে বলবেন।

বাম পাশের বক্সে কবিতা পাঠদানের ধাপ/কার্যাবলী বিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার ডান পাশের ফাঁকা বক্সে এগুলো ধারাবাহিকভাবে (ক্রমানুসারে) লিখুন।

বাড়ির কাজ প্রদান কবি পরিচিতি ফলাবর্তন শব্দার্থ শেখানো আদর্শ পাঠ পাঠ বিশ্লেষণ সরব পাঠ কাজ প্রদান শিক্ষার্থীর উপস্থাপন কাজ পর্যবেক্ষণ কাজে সহযোগিতা প্রদান	

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

কবিতার উপাদান ও ছন্দ প্রকরণ

কবিতার সংজ্ঞা: অভিজ্ঞতার রূপময় অভিব্যক্তিই হচ্ছে কবিতা। অর্থাৎ- পরিশীলিত শব্দ, নিপুণ বাণীভঙ্গি আর বহুমাত্রিক অলঙ্কারে সুসজ্জিত সাহিত্য সৃষ্টিই হচ্ছে কবিতা। Coleridge এর ভাষায় কবিতা হচ্ছে -

Best words in the best order''

Wordsworth বলেছেন, poetry is the Spontaneous overflow of powerful feelings.

কবিতার উপাদান-১ :

শব্দ ও অর্থগত অলংকার

ভাষা বিশ্লেষণে দেখা যায় এর দু'টি গুণ বর্তমান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাষা হচ্ছে ধ্বনি-প্রধান আর অন্তর্গত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ভাষা হচ্ছে অর্থ-প্রধান। ভাষার এই দুটি রূপ মূলত শব্দ নির্ভর। অর্থাৎ শব্দের ধ্বনিঝংকার পাঠকের কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে; আর শব্দের অর্থবোধকতা আপ্লুত করে পাঠকের মন। এই দু'য়ের মনি-কাঞ্চন যোগেই সৃষ্টি হয় সরস কবিতা। তাই - কবিতার প্রথম ও প্রধান উপাদান হচ্ছে শব্দগত অলংকার ও অর্থগত অলংকার।

শব্দালংকার : কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ধ্বনিঝংকার যখন অলংকারের সৃষ্টি করে তখন তাকে শব্দালংকার বলে। যেমন-

- **অনুপ্রাস :** "চল চপলার চকিত চমকে
  করিছে চরণ বিচরণ
  কোথা চম্পক আভরণ" (একই ধ্বনির (চ) বার বার প্রয়োগ)
- **যমক :** কোথা হা অন্ত, চির বসন্ত, আমি বসন্তে, মরি'
  একই শব্দ দু'বার প্রয়োগ-
  (বসন্ত- ঋতু ; বসন্ত- রোগ)
- **শ্লেষ :** অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
  বৃদ্ধ- বুড়ো/জ্ঞানী, সিদ্ধি- মাদকদ্রব্য/ মুক্তি
  (একই শব্দের একাধিক অর্থ প্রকাশ)

অর্থালংকার : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবিতায় কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে পংক্তিতে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমূহের অর্থের বিবেচনায়। কবিতায় ব্যবহৃত এ ধরনের অলংকারকে অর্থালংকার বলে।

অর্থালংকার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে কবিতায় নিম্নবর্ণিত অর্থালংকারসমূহ বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়-

- **উপমা :** সমান অর্থ বা গুণ বিশিষ্ট দু'টি ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হলে তাকে উপমা অলংকার বলে। যেমন-
  "পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"
- **রূপক :** দু'টো বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে অভিন্নতা আরোপিত হলে তাকে রূপক অলংকার বলে। রূপকে উপমান-উপমেয় অভেদ কল্পনা করা হয়। যেমন-
  "আমার পূর্ব বাংলা,
  একগুচ্ছ অন্ধকারের স্নিগ্ধ তমাল"
- **উৎপ্রেক্ষা :** প্রবল সাদৃশ্যের কারণে যদি দু'টো বস্ত্তর মধ্যে তুলনাগত সংশয় দেখা দেয় তবে এ জাতীয় অর্থালংকারকে উৎপ্রেক্ষা বলে।
  "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
  আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
  বাঁকা তলোয়ার -
- **বিরোধমূলক অলংকার :** পরস্পর বিরোধী দু'টো বিষয় ব্যঞ্জনাময় অর্থ প্রকাশের কারণে বিরোধহীন মনে হলে এ জাতীয় অলংকারকে বিরোধমূলক অলংকার বলে। যেমন-
  "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ ।
  মরণে তাহাই- তুমি করে গেলে দান।"
  (বিরোধাভাস)
- **শৃঙ্খলামূলক অলংকার :** প্রতিটি পরবর্তী পদ প্রতিটি পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় -
  যেমন- গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল
  (একাবলী)
- **প্রতীক :** উপমান যেখানে উপমেয়রূপে কল্পিত হয় বা উপমেয় প্রাধান্য বিস্তার করে তাকে প্রতীক অলংকার বলে।
  মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠল ফুটে
- **প্রতীতি :** নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যখন বাক্যে প্রকাশিত হয়ে কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তখন তাকে ব্যাজস্ত্তুতিমূলক প্রতীতি অলংকার বলে। যেমন-
  "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
  প্রচেতঃ ।" - এখানে প্রশংসা স্থলে নিন্দা করা হয়েছে।

কবিতার উপাদান -২ : ছন্দ প্রকরণ

ধ্বনির সাথে সময়ের সামঞ্জস্য বিধান করার অন্য নাম হচ্ছে ছন্দ। ডঃ সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায়ের কথায় -"বাক্যস্থিত পদগুলোকে যেভাবে সাজালে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তার মাঝে একটা কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, সেই পদসজ্জারীতিকেই ছন্দ বলে। অর্থাৎ কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দের সৃষ্টি।

ছন্দের উপাদানঃ ছন্দে কতকগুলি উপাদান রয়েছে। ছন্দ বোধের জন্য এ উপাদানগুলোর সম্যক পরিচিতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক- যেমন,

- **অক্ষর :** বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দের যে অংশ এক ঝোঁকে উচ্চারণ করা যায় তাকে অক্ষর বলে। উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় যে সব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাদেরকে স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর আর যে সব অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে তাদেরকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যেমন- আমরা শব্দে আম ব্যঞ্জনান্ত বা বদ্ধাক্ষর এবং রা স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর ।
- **মাত্রা :** একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে মাত্রা বলে।
- **ছেদ বা অর্থযতি :** অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য ধ্বনি প্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি আবশ্যক হয় তাকে ছেদ বা অর্থযতি বলে। যেমন- যেতে নাহি দিব, হায় তবু চলে যায়।
- **যতি বা ছন্দযতি :** অর্থ প্রকাশ নয় বরং কবিতার ধ্বনিগত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য এক ঝোঁকে কিছু অংশ উচ্চারণ করার পর জিহবার যে বিরতি আবশ্যক হয় তাকে যতি বা ছন্দযতি বলে। যেমন- রাত পোহালো/ ফর্সা হল/ ফুটল কত / ফুল
- **পর্বঃ** এক যতি থেকে আরেক যতি পর্যন্ত পংক্তির যে অংশ তাকে পর্ব বলে। রাত পোহালো/ ফর্সা হল/ ফুটল কত / ফুল
- **পংক্তি :** কবিতার এক সারিতে সাজানো শব্দ সমষ্টিকে পংক্তি বলে।
  "একলা ছিলেম কুয়োর ধারে নিমের ছায়া তলে।"
- **চরণ :** কবিতার একটি সম্পূর্ণ বাক্যই চরণ। অর্থাৎ চরণ হচ্ছে পূর্ণযতি (দাড়ি) দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রবাহ। ছন্দের পূর্ণরূপের প্রকাশ চরণে ফুটে ওঠে।
- **লয় :** কবিতা পাঠের গতিভঙ্গিকেই লয় বলে। লয়-কখনও দ্রুত,কখনও মধ্যম, আবার কখনও ধীর প্রকৃতির হয়ে থাকে।
- **শ্বাসাঘাত :** কখনও কখনও কবিতার প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষর বিশেষ ঝোঁক বা জোড় দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। একে শ্বাসাঘাত বলে যেমন-
  আজকে তোমায় / দেখতে এলাম / হঠাৎ আলো / নুরজাহান

ছন্দের প্রকার : রীতি ও বৈচিত্র্য অনুযায়ী আধুনিক বাংলা ছন্দকে নিম্মোক্ত তিন শ্রেণীতে সাজানো যায়।

- স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ–

  পুষ্করিনীর / চাইর পাড়ে ফুটছে চাম্পাফুল।
  ছাইড়া দ্যাওরে চ্যাংড়া বন্ধু ঝাইড়া বানতাম চুল।

- মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

  এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে
  তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

- অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ–

  মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে
  মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিভিন্ন প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য: উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার ছন্দে নিম্মরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়।

বিষয়/ দিক	স্বরবৃত্ত ছন্দ	মাত্রাবৃত্ত ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
গতি / লয়	দ্রুত গতির ছন্দ বা দ্রুত লয়ের ছন্দ	মধ্যম/ বিলম্বিত গতির ছন্দ	ধীর গতির ছন্দ ধীর লয়ের ছন্দ
ভাব/ রস	লঘু চপল ভাব/ হাল্কারস	শান্ত/করুণ রস	গুরুগম্ভীর ভাব/ রস
উচ্চারণভঙ্গি	সবল/ জোড়ালো	অপেক্ষাকৃত দুর্বল/ ক্ষীণ	দুর্বল/ক্ষীণ
ভাষা/ ক্রিয়াপদের ব্যবহার	প্রাকৃত ভাষা / কথ্য ক্রিয়া	চলিত ভাষা/ ক্রিয়া	সাধু ভাষা
অক্ষরের মাত্রা সংখ্যা	মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর উভয়ই ১ মাত্রা	মুক্তাক্ষর ১ ও বদ্ধাক্ষর ২ মাত্রা	মুক্তাক্ষর- ১ মাত্রা বদ্ধাক্ষর-শুরুতে ১, মধ্যে ১ ও শেষে ২ মাত্রা
পর্ব/ পর্বে মাত্রা	খাট (মাত্রা ৪/৩/২)	মধ্যম (৫/৬/৭ মাত্রা)	দীর্ঘ- (৮+৬ মাত্রার পংক্তি)
অন্য নাম	স্বরপ্রধান ছন্দ ছড়ার/ প্রাকৃত ছন্দ ঘরোয়া/ বনেদী ছন্দ	ধ্বনিপ্রধান ছন্দ কলাবৃত্ত ছন্দ	তানপ্রধান ছন্দ বিস্তারপ্রধান ছন্দ

বিষয়/ দিক	স্বরবৃত্ত ছন্দ	মাত্রাবৃত্ত ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
বৈচিত্র্য	একেবারেই নাই	নাই/ কম	বৈচিত্র্যমন্ডিত
শ্বাসাঘাত	শ্বাসাঘাত পড়ে	পড়ে না	পড়ে না
শোষণ শক্তি	নাই (কেবল লঘুভাব প্রকাশের উপযোগি)	কম (তবে লঘু ছাড়াও অন্য ভাব প্রকাশ করতে পারে)	বেশি (সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী)

কবিতা পাঠদানের কৌশল

অর্থপূর্ণ শিখনের প্রধান ও পূর্বশত হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি। অর্থাৎ শ্রেণীতে কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কবিতাটির আলোকে যে শিখণফল বা আচরণিক উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে তা শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিখন উপযোগী এমন কাজের আয়োজন শ্রেণীকক্ষে রাখতে হবে যেন- ঐ কাজটি করতে গিয়ে তাদেরকে চিন্তা করতে হয়, বার বার কবিতাটির অংশবিশেষ পড়ে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হয় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য দলে / জোড়ায় চিন্তা সমন্বয়ের চেষ্টা চালাতে হয়।

কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষককে কতকগুলি সাধারণ ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন- কবি পরিচিতি, কবিতা আবৃত্তি, শব্দার্থ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রভৃতি-

- **লেখক পরিচিতি :** যে কোন কবিতার প্রথম অংশ পাঠদানের দিন শ্রেণীতে প্রথমে ঐ কবিতার কবির পরিচিতি বিবেচনায় আনতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক কবি পরিচিতি সম্পর্কে ২/১ মিনিটের মিনি লেকচার দেবার পর শিক্ষার্থীদেরকে কবি পরিচিতি অংশ পড়ে জোড়ায় জোড়ায় খাতায় তথ্যছক তৈরি করতে বলবেন। পরে ফলাবর্তন দিবেন।

- **আবৃত্তি :** কবিতার নির্বাচিত অংশ শিক্ষক শ্রেণীমুখী হয়ে পঠনের আদর্শগত সকল দিক বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ করে শোনাবেন। এসময় শিক্ষার্থীরা এই খুলে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ অনুসরণ করবে।

- **সরব পাঠ :** আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পাঠ্যাংশটুকু পর্যায়ক্রমে পড়বে। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক ভুল সংশোধন করবেন।

- **শব্দার্থ শেখানো :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অর্থ- না- জানা শব্দগুলো পর্যায়ক্রমে উলেখ করতে বলবেন এবং সাথে সাথে শুধু মূল শব্দগুলো বোর্ডের একপাশে উলম্বভাবে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত শব্দগুলো বোর্ডে লিখা হয়ে গেলে ঐ শব্দসমূহের অর্থ-

শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় চিন্তা করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ফলাবর্তন দিবেন।

- **পাঠ-বিশেষণ :** শিক্ষক এই অংশে খুব সংক্ষেপে (২/৩ মিনিট) পুরো পাঠের মূল দিকগুলো মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদেরকে অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতির সম্পূরক নিম্নরূপ কলা-কৌশলভিত্তিক কাজ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে পাঠের প্রকৃতির দিক বিবেচনায় রেখে কাজগুলো (এক বা একাধিক) নির্বাচন করতে হবে।

  সমস্যা সমাধান : শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত সমস্যার আলোকে চিন্তা করে দলীয় বা জোড়ায় সমাধান খুঁজে বের করতে বলা ও শ্রেণীতে দল/ জোড়ার পক্ষে উপস্থাপন করতে বলা।

  মাইন্ড ম্যাপিং : শিক্ষার্থীদেরকে পোস্টার পেপারে অথবা নিজ নিজ খাতায় পাঠের একটি মূল শব্দ লিখে এর চারপাশে তার সাথে সংশিষ্ট শব্দগুলো লিখতে বলা।

  বিষয়বস্তুগত বাক্য গঠন : শিক্ষার্থীদেরকে ধারবাহিকভাবে পাঠের প্রধান প্রধান শব্দ দিয়ে পাঠের বিষয়বস্তু/তথ্য নির্ভর বাক্য গঠন করতে দেওয়া।

  বৈষম্য অনুসন্ধান : শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ সংশিষ্ট দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের তুলনা করে বিষয় দু'টির বিভিন্ন দিকের পার্থক্য নিরূপণ ও বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে বলা।

  ব্রেইন স্টমিং : পাঠ-সংশিষ্ট বিভিন্ন দিকভিত্তিক গভীরভাবে চিন্তা করে ঐ দিক সমূহের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করতে বলা।

  ভিজ্যুয়ালাইজেশন : শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে চোখ বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক পাঠ-সংশিষ্ট কিছু দৃশ্য স্মরণ করে পরে চোখ খুলে সঙ্গীর সাথে মত বিনিময় করে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করতে বলা।

  চকবোর্ড সার সংক্ষেপ : পুরো পাঠের মূল শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচন করিয়ে সাথে সাথে পরিকল্পনামত ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখা।

  তালিকা প্রস্তুতকরণ : পাঠের বিভিন্ন দিক-সংশিষ্ট উপ-দিকগুলো তালিকা আকারে লিখতে বলা।

  শ্রেণীকরণ : এলোমেলোভাবে মিশ্রিত অনেকগুলো তথ্যকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজাতে বলা।

  ত্রুটি শনাক্তকরণ : পাঠ-সংশ্লিষ্ট অথচ ভুল তথ্য সন্নিবেশিত সরবরাহকৃত অনুচ্ছেদ পড়ে তা সংশোধন করানো।

তবে পাঠদানের কলাকৌশল অবশ্যই নির্বাচিত শিখনফল অনুগামী হতে হবে। আর শিখনফল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কবিতাটির পঠন পাঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

- **লক্ষ্যণীয় দিক :** শ্রেণীতে কবিতা পাঠদানের সময় শিক্ষককে পাঠদানের পদ্ধতি ও কলাকৌশলের বাইরেও কবিতা পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আরো কিছু অতিরিক্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন-

- **সুষ্ঠ আবৃত্তি :** ধ্বনিই কবিতার প্রাণ। কবিতার মাঝে আছে ধ্বনি ঝংকার। এ ধ্বনি ঝংকারের জন্যই- কবিতা আবৃত্তি শিল্পের পর্যায়ে অভিসিক্ত। সুষ্ঠু আবৃত্তি কবিতার বিষয়বস্ত্তকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যায়, বাগযন্ত্রের আড়ষ্ঠতা দুর করে এবং মনে সৃষ্টির আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। তাই কবিতা পঠন পাঠনে আবৃত্তি যাতে আদর্শ মানের হয় সেদিকে শিক্ষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

- **ভাব ও রস উপলব্ধি :** সব কবিতাই কোন না কোন ভাব সংঞ্জাত। আর এই ভাবের চরমতায় পাঠক যখন পৌঁছে যায় তখনই তার মন আপ্লুত হয়ে যায় রসে। কিন্তু পাঠক সচেতন না হলে এই ভাবের দুয়ার তার কাছে উম্মুক্ত হয় না। সঞ্চারিতও হয়না মনে রসের অনুভূতি। কবিতা পঠনে শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থী কবিতার ঐ নির্দিষ্ট ভাব উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের মনেও সঞ্চারিত হয় ঐ ভাব সংশ্লিষ্ট রসটি।

- **ছন্দবোধ জাগানো :** প্রতিটি কবিতাই ছন্দ স্পন্দিত। এই ছন্দই কথাকে জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দিয়ে কবিতায় তাকে করে তুলে প্রাণ-স্পন্দিত। ছন্দ অনুযায়ী কবিতার গতিবেগ স্বতন্ত্র। কবিতাটি দ্রুত, মধ্যম না-কি ধীর গতিতে পড়তে হবে সেদিকে যেমন খেয়াল রাখতে হবে তেমনি নজর দিতে হবে শব্দের বিন্যাসরীতির (Style) দিকে। আর এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই সচেতন করে তুলতে হবে।

- **শিল্পমূল্য বিচার :** কবিতা অলংকৃত। অনুপ্রাস যমক, উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষার অলঙ্করণে কবিতা রমণীয় হয়ে উঠে। কবিতায় ব্যবহৃত এসব অলংকার বিবৃত নান্দনিক চেতনা ও কাব্যগুণের সাথে শিক্ষার্থীদের যাতে পরিচয় গড়ে ওঠে সেদিকে নজর রেখে কবিতা পাঠ দিতে হবে।

- **সৌন্দর্যবোধ জাগানো:** কবির দৃষ্টি সুন্দর। কবি কুৎসিতকেও সুন্দর রূপে অবলোকন করেন। আর তাই কবিতায় ক্ষণকাল হয় চিরকালের, কুৎসিত হয় সুন্দর, সুন্দর হয় সুন্দরতম। জীবন ও জগতের এই যে অপার রহস্য- কবিতায় তা সৃষ্টি করে অলৌকিক এক মায়ার জগৎ। শিক্ষার্থীরা যাতে এই সৌন্দর্যানুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রেখে কবিতার পাঠ দিতে হবে।

- **অনুরাগ সৃষ্টি :** পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত আরো কবিতা শিক্ষার্থীরা যাতে সংগ্রহ করে পড়ে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে হবে এবং সে রকম অনুরাগ তাদের মনের মধ্যে জাগাতে হবে।

- **ব্যাকরণগত দিক পরিহার :** কবিতার পাঠদানকে রসোত্তীর্ণ করার জন্য কবিতায় ব্যবহৃত ব্যাকরণগত দিক, টীকা টিপ্পনী- এসব পরিহার করে কেবলই রসোত্তীর্ণতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এক কথায় কবিতাকে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যাবার জন্য শিক্ষক যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করেন তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণঃ কবিতায় ছন্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত চরণটির নিম্নবর্ণিত দিকসমূহ খেয়াল করতে হবে।

- কোন গতি/ লয়ে আবৃত্তি করলে চরণটির ভাব ও অর্থবোধ স্পষ্ট হয়?
- কবিতাংশটি কোন ধরনের ভাব/ রস সঞ্জাত?
- কবিতাংশটির উচ্চারণভঙ্গি কেমন হলে ভাবের সাথে বক্তব্যের সাজুয্য ফুটে ওঠে?
- পূর্ণ পর্বগুলোর আকৃতি কেমন?
- পূর্ণ পর্বে মাত্রা সংখ্যা কীভাবে বিন্যস্ত ?
- পর্বের শুরুতে শ্বাসাঘাত পড়ে কি-না।

উপরে উল্লিখিত ৬টি দিক একসাথে মিলিয়ে চিন্তা করলেই অবলীলায় বলা যাবে কবিতাংশটি স্বরবৃত্ত না মাত্রাবৃত না-কি অক্ষরবৃত ছন্দে রচিত।

মূল্যায়নঃ

১। কবিতার সংজ্ঞা দিন। কবিতার মৌল উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

২। ছন্দ কাকে বলে? ছন্দ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। শ্রেণীকক্ষে কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন। শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করানোর জন্য একজন শিক্ষক যেসব পদ্ধতি ও কলাকৌশলের সহায়তা নিতে পারেন তা আলোকপাত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১ : কবিতার সংজ্ঞা

Wordsworth অনুভূতির স্বত:স্ফূর্ত উচ্ছ্বাসকে কবিতার মূল বিষয় বলেছেন আর Coleridge মনোযোগ দিয়েছেন শব্দের বিন্যাসের দিকে। অর্থাৎ একজনের মনোযোগ অন্তর্গত দিকে আর আরেকজনের মনোযোগ বাহ্যিক দিকে।

পর্ব-২ : কবিতার মৌল বৈশিষ্ট্য

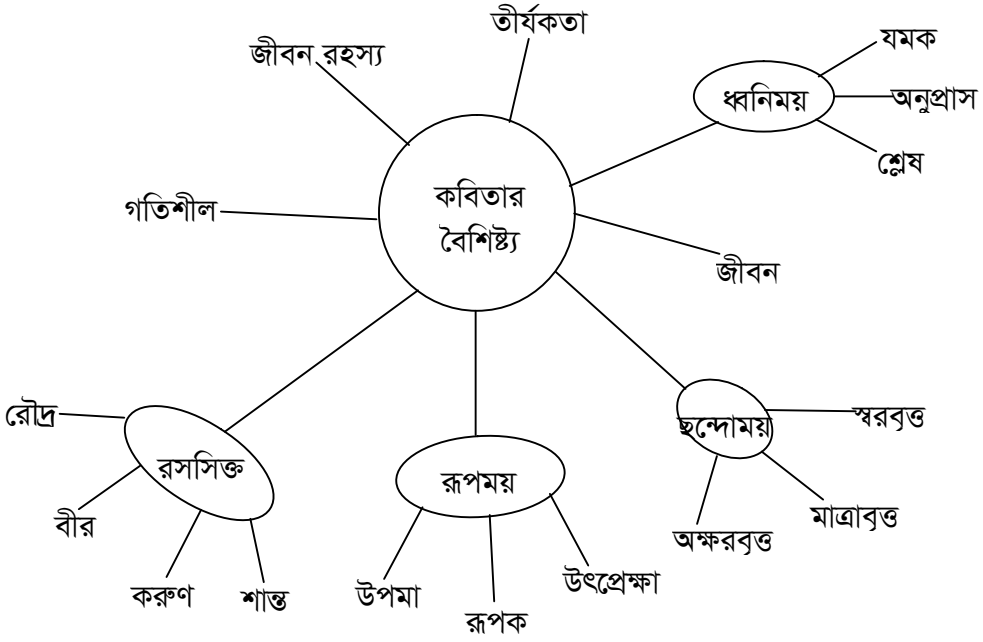

পর্ব-৩ : কবিতা পাঠদান কৌশল

শ্রেণীতে কবিতা পাঠদানের ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ –

১। কবি পরিচিতি
২। আদর্শ পাঠ
৩। সরব পাঠ
৪। শব্দার্থ শেখানো
৫। পাঠ বিশ্লেষণ
৬। কাজ প্রদান
৭। কাজ পর্যবেক্ষণ
৮। কাজে সহযোগিতা প্রদান
৯। শিক্ষার্থীর উপস্থাপন
১০। ফলাবর্তন
১১। বাড়ির কাজ প্রদান

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৮**

প্রবন্ধ : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান পদ্ধতি

প্রবন্ধ শব্দটি গঠিত হয়েছে 'প্র' উপসর্গ ও বন্ধ-এর মিলবন্ধ হিসেবে। 'প্র' উসর্গটি এখানে বিশেষভাবে 'ভালোভাবে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বন্ধ মানে বন্ধন। সুতরাং প্রবন্ধ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ শব্দটির অনেকগুলো প্রতিশব্দ আছে যেমন নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা ইত্যাদি। সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তিই ঘটেছে চিন্তা এবং যুক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। এ অধিবেশনে আমরা প্রবন্ধের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- প্রবন্ধ পাঠদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও পরিচয়

কোন তত্ত্ব, তথ্য বা চিন্তাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে আদি মধ্য-অন্তভাবে বিন্যস্থ করে প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়। সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাসের ভাষায় ''সাধারণত: কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়"।

প্রবন্ধে প্রবন্ধকার কোন একটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে তথ্য, যুক্তি সহকারে ভাবে ও ভাষায় শিল্পিতভাবে তুলে ধরেন। এ হিসেবে প্রবন্ধ যুক্তিনির্ভর, সাহিত্যের গুরুগম্ভীর একটি শাখা। যদিও লেখকের রচনা শক্তি গুণে প্রবন্ধও সুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে।

পর্ব-২ : প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

- রচনারীতির দিক থেকে প্রবন্ধ নিরাবরণ ও লক্ষ্যভেদী।
- আকৃতির দিক থেকে প্রবন্ধ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে। তবে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে দীর্ঘ হতে পারে।
- যে কোন বিষয়বস্তু প্রবন্ধের উপজীব্য হতে পারে। গুরুতর দার্শনিক সমস্যা থেকে লোকরস সবই প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে।
- প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে প্রতিপাদনের জন্য প্রবন্ধে যুক্তির বিন্যাস থাকতে হবে।
- প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপাদনের আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত বিন্যাস থাকতে হবে।
- অর্থাৎ সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চিন্তার সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
- প্রবন্ধে আবেগের চেয়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাবে।
- মননশীলতা প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- নৈর্ব্যক্তিকতা প্রবন্ধে থাকা বাঞ্ছনীয়।
- প্রবন্ধের ভাষা হবে সহজ সরল।
- গদ্যই প্রবন্ধের বাহন।

বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে প্রবন্ধকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ : যে সকল প্রবন্ধে বিষয়বস্তু প্রাধান্য পেয়ে থাকে তাকে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বলে। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠকের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। এ জাতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও সাধারণত গুরুগম্ভীর হয়ে থাকে। যেমন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব' ইত্যাদি।

(খ) মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ : মন্ময় প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য খুব বেশি থাকে না। রচনার রস সম্ভোগই এর মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ মূলত ভাব প্রধান। মন্ময় প্রবন্ধে জীবনের নানা জটিলতা আর বিষয়বস্তু গাম্ভীর্যকে আত্মগত ভাব রসে সিক্ত করে জীবনকে সরলতা ও সিদ্ধতা দান করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' ইত্যাদি তার প্রমাণ।

পর্ব-৩ : বাংলা প্রবন্ধের পরিচয়

বাংলা প্রবন্ধের সূচনা ধর্মীয় বাক-বিতর্ককে কেন্দ্র করে। ঊনিশ শতকের শুরুতে খ্রিষ্টান মিশনারীরা এদেশে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হলে তারা বাইবেল অনুবাদ, বাইবেলের মাহাত্মাসূচক নিবন্ধ, প্রচারপত্র ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দেন। এ কাজে তারা গদ্য ব্যবহার করেন। ফলে বাংলা গদ্য যেমন বিকাশ লাভ করে তেমনি বাংলা প্রবন্ধও গড়ে ওঠে। এ কাজে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা গদ্য চর্চায় রত হয়। তারা গদ্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, উপকথা রচনা করেন। ফলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য গড়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ও এ সময় প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে 'বেদান্ত সূত্র', 'বেদান্তসার', 'প্রবর্তক নিবর্তকের সংবাদ' ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে তোলেন।

পর্ব-৪ : প্রবন্ধ পাঠদান পদ্ধতি

সামগ্রীক ও নির্দেশিত পঠন: প্রবন্ধ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রথমত প্রবন্ধটিকে বাড়িতে সামগ্রীক পঠনের জন্য নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধটিকে বাড়িতে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে আনবে।

শ্রেণী পঠন : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়, তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতি ভাষা ইত্যাদি নিয়ে ভূমিকা মূলক আলোচনা করবেন এবং ধারাবাহিক শ্রেণী পঠনের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো পরিস্কার করে তোলবেন।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ : শিক্ষক প্রবন্ধটি শ্রেণী পঠনের সময় প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়কে আরো ব্যাপকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

আলোচনামূলক পাঠ : প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে প্রবন্ধটি সম্পর্কে বেরিয়ে আসা তথ্য ও তত্ত্বকে নিয়ে শিক্ষক পর্যালোচনা করবেন।

তুলনামূলক পাঠ : শিক্ষক প্রবন্ধটি পাঠদানের সময় সমধর্মীয় অন্যান্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু গঠন ও ভাষাশৈলী নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারেন।

নোট লিখন: শিক্ষক প্রবন্ধটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কঠিন শব্দ, পরিভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নোট লিখনের নির্দেশনা দিতে পারেন।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রবন্ধ : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

- 'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন'। কোন তত্ত্ব, তথ্য বা চিন্তাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে আদি-মধ্য-অন্ত ভাবে বিন্যস্ত করে প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশের সংজ্ঞানুসারে "সাধারণত: কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্ম-সচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ' সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়"।
- প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে প্রবন্ধকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- তন্ময় প্রবন্ধ ও মন্ময় প্রবন্ধ। তন্ময় প্রবন্ধে বিষয়বস্তুকে মূলত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাসের বাইরে যুক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে মূখ্য। বুদ্ধি ও যুক্তিই এ জাতীয় প্রবন্ধে মূল চালিকা শক্তি। অপরপক্ষে মন্ময় প্রবন্ধে ব্যক্তির চিত্তের ছাপ থাকে। এ জাতীয় প্রবন্ধকে ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধও বলা যেতে পারে। তন্ময় প্রবন্ধ চিন্তা প্রধান, মন্ময় প্রবন্ধ ভাব প্রধান।
- বাংলা গদ্যের উন্মেষ ও বিকাশের সাথে বাংলা প্রবন্ধের সংযোগ জড়িত। মূলত সংবাদপত্রে ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বাদ-বিবাদকে কেন্দ্র করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম দিককার লেখক। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও 'সুবজপত্র' খ্যাত প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে বাংলা প্রবন্ধ সমৃদ্ধি লাভ করে। মোহিত লাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, রাজশেখর বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ বিখ্যাত প্রবন্ধকার।
- প্রবন্ধ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় সামগ্রিক পঠন, নির্দেশিত পঠন, শ্রেণীকক্ষে ধারাবাহিক পাঠ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি ও নোট লিখনের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

মূল্যায়নঃ

১. প্রবন্ধ কী? প্রবন্ধের গঠনশৈলী আলোচনা করুন।

২. তন্ময় ও মন্ময় প্রবন্ধের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৩. বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিকাশের প্রাসঙ্গিক পর্যায় সম্পর্কে লিখুন।

৪. শ্রেণীকক্ষে প্রবন্ধ পাঠদানের পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরুন।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৯**

নাটক : বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

ভূমিকা

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটককে কাব্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য। তবে দর্শনের সাথে শ্রবণের সমন্বয় সাধিত হয় বলে নাটককে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের সমন্বিত শিল্পরূপও বলা যায়। সাহিত্য শিল্পের এই শাখায় রঙ্গমঞ্চের আশ্রয়ে গতিমান মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। এই অধিবেশনে আমরা নাটকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীকক্ষে নাটক পাঠদানের পদ্ধতি ইত্যাদি দিক নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- নাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- বাংলা নাটকের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির উপযোগী নাটক পাঠদানের কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ :
পর্ব-১ : নাটকের সংজ্ঞা

জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কাব্যিক প্রকাশই হচ্ছে নাটক। তবে নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

M. Boulton এর ভাষায়, It is a literature that walks and talks before our eyes.

এ্যারিস্টটলের মতে নাটক হচ্ছে- Imitation of action.

ড্রাইড্রেন বলেন- মানবিক আবেগ ও ভাবের এবং জাগতিক পরিবর্তনের যথাযথ জীবন্ত রূপ হল নাটক।

Elezabeth Drew এর মতে Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre.

নাটক ও এর মঞ্চায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন উপাদানের নাম নিচের বক্সে উল্লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন উল্লিখিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে নাটকের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা লিখি।

নাট্যকার, গতিমান জীবনকাহিনী, পাত্রপাত্রী, সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি, রঙ্গমঞ্চ, দর্শক, অভিনয়, পরিচালনা, আনন্দ

পর্ব-২ : নাটকের প্রকারভেদ

বিষয়বস্তু এবং পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটককে প্রধানত বিয়োগাত্মক বা ট্রাজেডি, মিলনাত্মক বা কমেডি ও প্রহসন বা ফার্স এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া, হাসি-কান্নার মিশ্রণে হয় ট্রাজি-কমেডি আর ভাব তারল্যের বন্যায় ভেসে যাওয়া নাটককে বলা যায় মেলোড্রামা বা অতি নাটক।

ট্রাজেডি দর্শকের হৃদয়ে উদ্রিক্ত ভীতি ও করুণা প্রশমন করে তার মনে করুণ রসসিক্ত আনন্দ সৃষ্টি করে আর কমেডি জীবনের লঘু দিকটিকে উপজীব্য করে আনন্দ-উচ্ছ্বলতায় নায়ক নায়িকার মিলন মাধুর্যে পরিসমাপ্তি ঘটায়।

কমেডিকে কাব্যধর্মী, সামাজিক কল্পনাত্মক, ভাবপ্রবণ, বিদ্রুপাত্মক প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তবে বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে নাটককে নিম্নোক্ত শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যায়-

• ঐতিহাসিক • অপেরা • সামাজিক	• পৌরাণিক • নৃত্যনাটক • একাঙ্ক নাটক	• প্রহসন • চরিত নাটক

নিচের টেবিলটির প্রথম কলামে তিন প্রকার নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত মন্তব্য উল্লিখিত আছে। শিক্ষার্থী বন্ধু, আপনি মন্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে সমজাতীয় ২টি করে নাটকের নাম লিখুন ও পাশে প্রকার উল্লেখ করুন।

মন্তব্য	নাটকের নাম	নাটকের প্রকার
করুণরস প্রধান বেদনাবোধ সঞ্চার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত আদর্শস্থানীয় নায়ক চরিত্র নিয়তি নির্ধারিত পরিণতি		
জীবনের লঘু চপল দিক আনন্দ উচ্ছলতা নায়ক-নায়িকার মিলন হাস্যরসের প্রাধান্য অতিরঞ্জন নানারূপ অসঙ্গতি		
হাস্যরস সামাজিক কুসংস্কার রোধ কাহিনী প্রধান		

পর্ব-৩ : নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

দৃশ্যত্ব ও অভিনয়ত্বের মধ্যেই নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। নাটকের মধ্যে নাট্যকারের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, জীবন দর্শন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। উপজীব্য কাহিনীকে ভিত্তি করে কুশীলবদের চরিত্র ও সংলাপের মধ্যদিয়ে নাটকে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়। নাটককে বলা হয় Collective Art. কারণ এতে একটি কাহিনীর উপজীব্যে রঙ্গমঞ্চের পরিসরে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে গতিমান মানব জীবনের শিল্পীত প্রকাশ ঘটে থাকে।

আসুন প্রিয় শিক্ষার্থী, নীলদর্পন, রক্তাক্ত প্রান্তর, কৃষ্ণকুমারী অথবা পঠিত অন্য যে কোন একটি সার্থক নাটকের বিভিন্ন দিক চিন্তায় রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই।

- নাটকটিকে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলার পক্ষে যুক্তি কী?
- নাট্যকারের মানসিকতার কোন দিকগুলো এতে প্রতিফলিত হয়েছে?
- অংক সংখ্যা কত? প্রতিটি অংকে কয়টি দৃশ্য আছে?
- অভিনেতা সংলাপ উচ্চারণ ছাড়া আর কী কী করেন?
- নাটকের পাঁচটি অংক পরস্পরায় মূল ঘটনার বিন্যাস কীভাবে সংস্থাপিত হয়?
- নাটকটি মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী ছাড়া আর কাদের শ্রম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে?

পর্ব-৪ : নাটক পাঠদানের কৌশল

বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর পাঠদানের প্রকৃতি নির্ভর করে। তাই সাহিত্যের অন্য যে কোন শাখা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে নাটক পাঠদান ভিন্নতর। এক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যও লক্ষ্যণীয়।

শ্রেণীতে একটি নির্বাচিত নাটক পাঠদানের ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলো পূর্ব নির্ধারিত সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে তেমনি অংশভিত্তিক প্রতিটি পাঠেরও থাকে কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য বা আচরণিক উদ্দেশ্য। বৎসরের শুরুতেই সারা বৎসরের মোট ক্লাস সংখ্যা বিবেচনায় রেখে পুরো নাটককে একেকটি ক্লাসের উপযোগী অংশে (শীর্ষে) ভাগ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী প্রতি ক্লাসের উদ্দেশ্য নির্বাচন করতে হয়। এই নির্বাচিত উদ্দেশ্য অর্জন করানোর জন্যই, ভূমিকাভিনয়, সমস্যা সমাধান, সংলাপ বলানো, প্রশ্নোত্তর পরিচালনাসহ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অন্যান্য উপপদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহার করা যায়।

নিচের ছকটি শ্রেণীতে নাটক পাঠদানের কলাকৌশল সম্পর্কিত। এর প্রতিটি বক্সের ভিতরে উল্লিখিত মন্তব্য/বক্তব্য বিচার বিশ্লেষণ করে এর বামের ফাঁকা স্থানে তথ্যসমূহের একটি শিরোনাম দিন।

শিরোনাম	মন্তব্য
	একটি পাঠ থেকে, শিক্ষার্থীরা কী শিখবে তা শুরুতেই নির্ধারণ করে নেওয়া।
	মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট চরিত্রে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে অভিনয় করানো।
	নাটকের বিষয়বস্তু অথবা বিপরীত ধর্মী দু'টি চরিত্রের সাদৃশ্য/স্বাতন্ত্র্য খুঁজে বের করতে বলা।
	নির্ধারিত প্রশ্ন/সমস্যার উত্তর লিখতে বলা।
	পুরো নাটক পড়ে নিয়ে কোন দিন কোন অংশ পড়ানো হবে তা ঠিক করে নেওয়া।
	প্রধান প্রধান/গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ বলানো ও প্রশ্নোত্তর পরিচালনা।
	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা ও সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া।
	নাটকের শৈল্পিক দিকসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করা।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-২৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

নাটকের বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান কৌশল

নাটকের সংজ্ঞা

জীবন সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কাব্যিক প্রকাশই হচ্ছে নাটক। মানব জীবনের কাহিনী যখন দৃশ্যমান হয়ে কথাশিল্পের মধ্যে বাণীময় রূপ পরিগ্রহ করে তখনই নাটকের জন্ম হয়। এদিক থেকে বিচার করলে নাটক দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বিত রূপ। Elezabeth Drew (E, Drew) এর মতে- Drama is the creation and representation of life in Terms of the theatre.
Boultion এর ভাষায়- "It is a literature that walks and talks before our eyes."

নাটকের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা নাটককে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তবে প্রধানত বিষয়বস্ত্ত ও পরিণতির দিক থেকে নাটককে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- বিয়োগাত্মক নাটক (Tragedy)
- মিলনাত্মক নাটক (Comedy)
- প্রহসন নাটক (Farce)

বিয়োগাত্মক নাটক : অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানব জীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণত Tragedy বলে। ট্যাজেডির স্বাভাবিক পরিণতি হল মৃত্যু। তবে বর্তমানে মৃত্যুকে সাধারণত ট্র্যাজেডির শেষ পরিণতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। বরং পরিসমাপ্তিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যর্থতা দর্শক চিত্তে বেদনা-বোধ সঞ্চার করতে সক্ষম নাটককেই ট্র্যাজেডি বলা হয়। মূলকথা হচ্ছে ট্র্যাজেডি বিয়োগাত্মক নাটক। কৃষ্ণকুমারী, নীল দর্পন, প্রফুল্ল প্রভৃতি ট্র্যাজেডি নাটক।

মিলনাত্মক নাটকঃ যে নাটকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের লঘু-চপল দিকটি আনন্দোচ্ছ্বলরূপে নায়ক নায়িকার মিলন মাধুর্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাকে কমেডি বলে। কমেডি হাস্যরস প্রধান নাটক। সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, অচলায়তন, চিরকুমার সভা প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা কমেডি।

প্রহসন : সমাজের কুসংস্কার, কুকীর্তি ও অসংগতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনাসম্বলিত হাস্যরস প্রধান নাটককে প্রহসনধর্মী নাটক বলে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো ; একেই কি বলে সভ্যতা বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রহসন ধর্মী নাটক।

উল্লিখিত শ্রেণীভাগ ছাড়াও, বাংলা নাটককে ঐতিহাসিক, পৌরানিক, নৃত্যধর্মী, সাংকেতিক, গীতিধর্মী, সামাজিক, সমস্যা প্রধান প্রভৃতি শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়ে থাকে।

নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ : শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নাটকের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। তবে নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- নাটক জীবনেরই সুদৃশ্য রূপায়ণ। দর্শন এবং শ্রবন- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে নাটককে একই সাথে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয়ে থাকে।
- নাটকের মধ্যে নাট্যকারের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, জীবন দর্শন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।
- সংলাপ এবং নাটকীয়তা হল নাটকের প্রাণ। নাটকের আখ্যানভাগকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কুশীলবদের চরিত্র ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়।
- একটি সার্থক নাটকে ৫টি অংক এবং প্রতি অংকে ৩টি করে সর্বমোট ১৫টি দৃশ্য থাকে।
- অংক ৫টিতে ঘটনা বিন্যাসের ৫টি বিশেষ পর্যায় বা অবস্থা সংস্থাপিত হয়। যেমন- প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন এবং উপসংহার।
- নাটক অভিনয় নির্ভর। অভিনেতা নিজেকে রূপান্তরিত করে নির্দিষ্ট চরিত্রের সাথে এক হয়ে যান। তাই নাটক হচ্ছে- Emitation of life.
- নাটককে Collective Art বলা হয়ে থাকে। কারণ, এতে একটি আখ্যানভাগের উপজীব্যে রঙ্গমঞ্চের পরিসরে পাত্র পাত্রীর সংলাপ ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে গতিমান মানব জীবনের শিল্পীত প্রকাশ ঘটে থাকে।

নাটক পাঠদানের কলাকৌশল

সাহিত্যের অন্য যে-কোন শাখা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে নাটক পাঠদান ভিন্নতর। তবে নাটক পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীতে শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত নিম্নরূপ কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে পারেন।

উদ্দেশ্য সচেতনতা : শ্রেণীকক্ষে যে কোন বিষয় পাঠ দিতে যাবার আগে শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐ নির্দিষ্ট পাঠটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। নাটক পাঠদানের কিছু স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য গুলো সম্পর্কে শুরুতেই শিক্ষককে জেনে নিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যের সম্পূরক কার্যক্রমের আয়োজন শ্রেণীকক্ষে করতে হবে।

শীর্ষ ভাগকরণ : পুরো নাটকটিকে শুরুতেই একেকটি ক্লাসের উপযোগী অংশ নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শীর্ষে ভাগ করে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

ভূমিকাভিনয় ও সমস্যা সমাধান : এটি নাটক পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপ-পদ্ধতি বা কৌশল। এক্ষেত্রে- শিক্ষক প্রথমে ২/৩ মিনিটের একটি মিনি লেকচারের মাধ্যমে ঐ দিনের পাঠের বিষয়বস্তু (ঘটনা) শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠের একটি প্রাথমিক ধারণা পাবে। এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়া/ দল গঠন করে দিয়ে প্রতি জোড়া/ দলে একটি করে চরিত্র ভাগ করে দিয়ে জোড়ায়/ দলীয়ভাবে ঐ চরিত্রের ভূমিকা অনুধাবন করতে বলবেন। এবার জোড়া/ দল পূর্নবিন্যাস (দল হলে প্রতি দলকে দুই ভাগ করে এক দলের অর্ধেকের সাথে অন্যদলের অর্ধেক শিক্ষার্থী নিয়ে পুনরায় নতুন দল গঠন) করে নতুন জোড়া/দল গঠন করে পুনরায় একটি নির্ধারিত চরিত্র সম্পর্কে ভাবতে বলবেন। পরে তাদেরকে দিয়ে পাঠের নির্ধারিত অংশের সংলাপ বলাবেন ও অভিনয় করাবেন (দলের পক্ষে একেকটি সংলাপ একেক জন বলবে)।

এবার শিক্ষক পাঠের নির্ধারিত অংশভিত্তিক চিন্তনমূলক কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/ দলে উত্তর তৈরি করবে। অতপর শিক্ষক ঐ কাজের ফলাবর্তন দিবেন।

সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর : পাঠের নির্ধারিত অংশের (আজকের পাঠের অন্তর্ভুক্ত) চরিত্রগুলোর সংলাপ সমসংখ্যক শিক্ষার্থীদের দিয়ে শ্রেণীতে আদর্শমান বজায় রেখে উপস্থাপন করাবেন।এরপর শিক্ষক আজকের পাঠভিত্তিক একগুচ্ছ চিন্তামূলক ধারাবাহিক প্রশ্ন (নির্ধারিত) বোর্ডে/ পোস্টার পেপারে তুলে ধরবেন, শিক্ষার্থীরা জোড়া/ দলে প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করবে ও পর্যায়ক্রমে শ্রেণীতে উপস্থাপন করবে। পরে শিক্ষক ফলাবর্তন দিবেন। তার ফলাবর্তনে পাঠের গূঢ়ার্থ প্রতিফলিত হবে।

তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান: নাটকের মধ্যে / নির্দিষ্ট একটি পাঠের মধ্যে বিপরীতধর্মী দু'টো চরিত্র থাকলে শিক্ষক প্রথমে চরিত্র দু'টির স্বরূপ বিষয়ক সংক্ষেপে ৩/৪ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা উপস্থাপন করতে পারেন। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে এই দু'টি চরিত্রের বৈষম্য দলে/ জোড়ায় অনুসন্ধান (বই পড়ে) করতে দিতে পারেন।

পোস্টার প্রদর্শন : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে আলোচিত প্রশ্ন/ সমস্যা/ কাজগুলো থেকে অর্জিত ধারণাগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/ দলে পয়েন্টভিত্তিক সার সংক্ষেপ তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণীতে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা উপস্থাপিত তথ্য দেখবে, শুনবে ও মন্তব্য করবে। শিক্ষার্থীদের মন্তব্যের ভিত্তিতে শিক্ষক পরে ফলাবর্তন দিবেন।

ব্ল্যাকবোর্ডে সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত : প্রতিদিনের ক্লাসের শেষ দিকে (সময় থাকলে) শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ঐ ক্লাসের নির্দিষ্ট সমস্যাভিত্তিক সমাধানগুলো নিজের মত করে বিবেচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বইয়ের সহায়তায় সমস্যাগুলোর স্বরূপ অনুধাবন করে নিজস্ব মতামত আরোপ করবে ও জোড়া/ দলের পক্ষে এক এক করে উত্থাপন করবে। শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত তথ্যসমূহ শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বোর্ডে এক এক করে লিখবেন।

শিল্পগুণ বিচার ভিত্তিক প্লেনারী আলোচনা : নাটক সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ শাখা। শৈল্পিক বিচারের মানদন্ডে এর বিচার বিশ্লেষণ আবশ্যক। তাই নির্বাচিত নাটকটির পঠন-পাঠনের প্রতিদিনের পাঠ সংশ্লিষ্ট দিকের ভিত্তিতে অথবা শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক নাটকের শ্রেণী, অংক বিভাগ, ঐক্যনীতি, কেন্দ্রীয় চরিত্র, ঘটনাবিন্যাস ভিত্তিক পর্যায়ক্রম, শ্রেণীগত সার্থকতা প্রভৃতি শৈল্পিক দিক উন্মোচন উপযোগী কার্যাবলীর আয়োজন শ্রেণীকক্ষে করতে পারেন। এক্ষেত্রে দলীয় কাজের উপস্থাপনায় অন্য দলগুলো মন্তব্য সংযোজনের মাধ্যমে (পুনরুক্তি না করে) উপস্থাপনাকে তথ্যসমৃদ্ধ ও গুরুত্ববহ করে তুলবে। শিক্ষক শিক্ষালব্ধ বিষয়ের সুস্পষ্টতার জন্য দলকে সহযোগিতা করবেন ও ফলাবর্তনে সম্পূর্ণতা আনবেন।

মূল্যায়নঃ

১. নাটককে Collective Art বলা হয় কেন?
২. ট্রাজেডি ও কমেডির মৌল পার্থক্য চিহ্নিত করুন।
৩. নাটক কাকে বলে? বাংলা নাটকের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৪. একটি সার্থক নাটকের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৫. শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নাটক পাঠদানের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১ : নাটকের সংজ্ঞা

দর্শকচিত্তে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে গতিমান মানব জীবন থেকে আহরিত কাহিনী যখন ব্যক্তি বিশেষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পাত্র-পাত্রীর সংলাপ অঙ্গভঙ্গি ও অভিনয়ের মাধ্যমে একটি নির্ধারিত শৈল্পিক কাঠামোতে মূর্ত করে তোলা হয় তখন তাকে নাটক বলে।

পর্ব-২ : নাটকের প্রকারভেদ

মন্তব্য	নাটকের নাম	নাটকের প্রকার
করুণরস প্রধান, বেদনাবোধ সঞ্চার, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আদর্শস্থানীয় নায়ক চরিত্র, নিয়তি নির্ধারিত পরিণতি	নীল দর্পন কৃষ্ণ কুমারী প্রফুল্ল	ট্রাজেডি
জীবনের লঘু চপল দিক, আনন্দ উচ্ছ্বলতা, নায়ক-নায়িকার মিলন, হাস্যরসের প্রাধান্য, অতিরঞ্জন, নানারূপ অসঙ্গতি।	চিরকুমার সভা অচলায়তন সধবার একাদশী	কমেডি
হাস্যরস, সামাজিক কুসংস্কার রোধ, কাহিনী প্রধান	বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো একেই কি বলে সভ্যতা	প্রহসন

পর্ব-৩ : নাটকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- নাটক জীবনেরই সুদৃশ্য রূপায়ণ। দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলে নাটককে একই সাথে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য বলা হয়।
- নাট্যকারের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, জীবন দর্শন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নাটকে প্রতিফলিত হয়।
- সার্থক নাটকে ৫টি অংক থাকে এবং প্রতিটি অংকে ৩টি করে মোট ১৫টি দৃশ্য থাকে।
- অভিনেতারা সংলাপ উচ্চারণ ছাড়াও অঙ্গভঙ্গিসহ বিভিন্ন কৌশলে নাটকের ঘটনাকে জীবন্ত করে তোলেন।
- নাটকের পাঁচটি অংক পরস্পরায় প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন, এবং উপসংহার- এই পাঁচটি পর্যায়ে ঘটনা বিন্যস্ত থাকে।
- পাত্র-পাত্রী ছাড়াও নাটক মঞ্চায়নে প্রযোজক, পরিচালক নির্দেশক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

পর্ব-৪ : নাটক পাঠদান পদ্ধতি

শিরোনাম	মন্তব্য
উদ্দেশ্য সচেতনতা	**একটি পাঠ থেকে, শিক্ষার্থীরা কী শিখবে তা শুরুতেই নির্ধারণ করে নেওয়া।**
ভূমিকাভিনয়	মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট চরিত্রে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে অভিনয় করানো।
তুলনামূলক বৈষম্য অনুসন্ধান	নাটকের বিষয়বস্তু অথবা বিপরীত ধর্মী দু'টি চরিত্রের সাদৃশ্য/স্বাতন্ত্র্য খুঁজে বের করতে বলা।
সমস্যা সমাধান	নির্ধারিত প্রশ্ন/সমস্যার উত্তর লিখতে বলা।
শীর্ষ ভাগকরণ	**পুরো নাটক পড়ে নিয়ে কোন দিন কোন অংশ পড়ানো হবে তা ঠিক করে নেওয়া।**
সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর	প্রধান প্রধান/গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ বলানো ও প্রশ্নোত্তর পরিচালনা।
আলোচনা ও সমস্যা সমাধান	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা ও সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া।
শিল্পমূল্য বিচার	নাটকের শৈল্পিক দিকসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করা।

ইউনিট-৫ **অধিবেশন- ৩০**

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-১

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা জানেন সাহিত্যে সাম্প্রতিক ও আধুনিক শব্দদ্বয় প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিকভাবে সাম্প্রতিক শব্দটির অর্থ আজকালকার, সমসাময়িক বা সমকালীন। অপরদিকে আধুনিক শব্দটির অর্থ সাম্প্রতিক, নূতন, অধুনাতন। কাজেই আভিধানিকভাবেও দেখা যাচ্ছে শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। তাই সাম্প্রতিক সাহিত্য বলতে সাহিত্য সমালোচকরা সাধারণত আধুনিক সাহিত্যকে বুঝিয়ে থাকেন। আমরাও সে অর্থেই আলোচনায় অগ্রসর হব। এক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক সমস্যা হচ্ছে সাম্প্রতিক বা আধুনিক শব্দদ্বয় যেহেতু কালগত অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং সাম্প্রতিক বা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা কোন সময়ের সাহিত্য কে বুঝবো? বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে আমরা এক্ষেত্রে সে বিতর্কে না গিয়ে এখানে সাম্প্রতিক ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্যকে বুঝবো। এ বিষয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো তার আগে বলে নেই আমরা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকে দুটো অধিবেশনে বিভক্ত করেছি। 'বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-১' শীর্ষক প্রথম অধিবেশনে ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্য থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব ষাট দশক পর্যন্ত কাল পর্বের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি। 'বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-২' শীর্ষক দ্বিতীয় অধিবেশনে আমরা সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত কালসীমার বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধিবেশনটি বাংলা শিক্ষণের পরবর্তী মডিউলে সংযোজন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন থেকে আপনি-

- সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ১ম পর্বের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ১ম পর্বের প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও পরিসর

সাম্প্রতিক বা আধুনিক বলতে আমরা কী বুঝবো এ বিষয়টি সহজভাবে সঞ্জায়ন করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন 'কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে?' তাঁর মতে নদী যেমন বাঁক বদলায় সাহিত্যেও তেমনি পালাবদল ঘটে। '... সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক।' বাংলা সাহিত্যেও বাঁক বদল করেছে কয়েকবার। এর মধ্যে আধুনিকতারই পালা বদল ঘটেছে দু'বার। বলা হয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার সূচনা উনিশ শতকে। মূলত ইউরোপীয় শাসন ও সাহিত্যের

সংস্পর্শে এসে এ পালাবদল ঘটে। বাংলা গদ্যের সূচনা হয়, পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্যে সমকালীনতা স্থান পায়। এ পর্বের আধুনিকতার সূচনাকারীগণ হলেন ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এ আধুনিকতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ একাই একটি সাহিত্য যুগের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। তারপর বিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষিতে বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সাহিত্যে পুনরায় পালাবদল ঘটে। এ পালা বদলের কবি লেখকরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এ পালাবদলের উত্তরাধিকার ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ব বঙ্গের কবি লেখকবৃন্দ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে আহসান হাবীব, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ উল্লেখ্য। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার এ সূচনাকালকে বলা হয় 'কল্লোল যুগ'। ১৯২৩ (১৩৩০) সালে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের ভেতর দিয়ে এ আধুনিকতা দানা বাধে। কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এ আধুনিকতার এধারা অদ্যাবধি বহমান বলা যায়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এবার আসুন আমরা এ সময়ের কয়েকজন কবি লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম বলতে পারি কী না চেষ্টা করি :

কবি / লেখক	গ্রন্থের নাম
বুদ্ধদেব বসু	
জীবনানন্দ দাশ	
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	
শামসুর রাহমান	

পর্ব-২ : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-১ এর পটভূমি

সাহিত্য সমাজ বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির যে কোন পরিবর্তন সাহিত্য জগতে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ শতকের প্রথমার্থ বিশ্বব্যাপী ভাঙ্গাগড়ার যুগ। এ সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই পরিবর্তন সাধিত হয়। এ শতকের প্রথম দিকেই ভারতবর্ষে ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটে। ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পরোক্ষ চাপ পড়ে এ অঞ্চলে। মানুষের জীবনে তৈরি হয়

সংকট। ১৯২০ সালে সংঘটিত হয় খেলাফত আন্দোলন। ১৯১৭ সালে ঘটে রুশ বিপ্লব। ১৯২১ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা চলে। ১৯২৭-২৮ সালের মধ্যে পার্টি গঠিত হয়। এ মতবাদের ভিত্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে এ তত্ত্ব অনুসারি রচনা প্রকাশিত হয়। এ সময় মার্ক্সসীয় সমাজচেতনার পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় মনোচেতনা তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় ফ্রয়েডের The Interpretation of Dreams গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় The Psychology of Everyday Life গ্রন্থ।

আমাদের দেশের এসব গ্রন্থ ও গ্রন্থবাহিত চিন্তাধারা যুবকচিত্তে নতুন উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯০৩ সালে সডি ও রাদার ফোর্ড রেডিওঅ্যাকটিভিটির মূলসূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করে বলেন প্রাকৃতিক জগতে কার্যকারণের অনিবার্য সম্বন্ধ-শৃঙ্খল অমূলক। জীব বিজ্ঞানে ডারউইন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেজার মর্গানরা নৃতত্ত্বে নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় টি এস এলিয়টের বিখ্যাত কাব্য দ্য ওয়েস্টল্যান্ড। এসব আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাংলা সাহিত্যের কবি সাহিত্যিকদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর মধ্যে ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, প্রগতি প্রভৃতি নতুন ধারার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফলে সাহিত্যে আসে পালাবদলের জোয়ার। তাহলে আসুন বন্ধুরা এবার আমরা নিম্নলিখিত সালগুলো কেন বিখ্যাত স্মরণ করার চেষ্টা করি –

সাল	ঘটনা
১৯১৪	
১৯০৫	
১৯২২	
১৯১৭	
১৯২৩	

পর্ব-৩ : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-১-এর প্রবণতাসমূহ

বিশ শতকের ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্য ধারণ করেছিল দুই বিশ্বযুদ্ধেও নেতি, ক্লান্তি ও অবক্ষয় চেতনা। সর্বোপরি, প্রতীচ্যের সাহিত্যবোধ ও আন্দোলন ধারণ করেছে আধুনিকতাকে। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে এ সাহিত্যের বিষয়গত ১২টি প্রবণতার কথা বলেছিলেন:

১. নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।
২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।
৩. আত্ম-বিরোধ ও অনিকেত মনোভাব।
৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হতে সচেতন গ্রহণ।
৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসংবদ্ধতা।
৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও প্লাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর প্রভাব।
৭. মার্ক্সীয় দর্শন, বিশেষ করে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা।
৮. জ্ঞানে বিপুলভাবে দুরূহতার সৃষ্টি।
৯. প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে সংশয় এবং অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ।
১০. দেহজ কামনা বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।
১১. প্রথাগত নীতিবোধে অবিশ্বাস।
১২. রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ সন্ধান।

তাহলে আসুন বন্ধুরা, এবার নিম্নের ছকে গ্রন্থের নামে মিলযুক্ত প্রবণতাটি ক্রমিক নম্বর বসিয়ে মিল করি-

ক্রম	গ্রন্থ	ক্রম	মূল প্রবণতা / বৈশিষ্ট্য
১	ধূসর পাণ্ডুলিপি / জীবনানন্দ দাশ	...	
২	অসাধুসিদ্ধার্থ / জগদীশ গুপ্ত	...	
৩	পদ্মা নদীর মাঝি / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	
৪	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে / শামসুর রাহমান	...	
৫	কাঁদো নদী কাঁদো / সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	...	

ইউনিট-৫ **অধিবেশন- ৩০**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা-১

- সাহিত্যের বিচার পদ্ধতির কোন ধ্রুব মাপকাঠি নেই। তাই সাম্প্রতিক সাহিত্য বলতে ঠিক কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত রচিত সাহিত্যকে বোঝানো হবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনিশ্চিত একটি বিষয়। এখানে আমরা সাম্প্রতিক বলতে আধুনিক সাহিত্যকে বুঝিয়েছি যার সূচনা মূলত বিশশতকের ত্রিশের দশকে।

- বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বিশ শতকের প্রান্ত দশক পর্যন্ত অনেক দীর্ঘসময়। তাই পাঠ আলোচনার সুবিধার্থে বিশ শতকের ত্রিশ শতক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক প্রবনতা-১ শীর্ষে আলোচনা করা হয়েছে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'সাহিত্যের আধুনিকতা নির্ণয় সহজ নয়, কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে?' তথাপি বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা উনিশ শতক থেকে গণনা করা হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্য কাললগ্ন বৈশ্বিক চেতনায় সম্পৃক্ত হয় বিশ শতকের ত্রিশের দশকে। রবীন্দ্র-উত্তরকালে কবিতায় পঞ্চপা-র খ্যাত অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ, কথাসাহিত্যে ত্রয়ী বন্দোপাধ্যায়(মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতি) কে দিয়ে আধুনিকতার সূচনা।

- এ আধুনিকতা ধারণ করেছিল বিশ শতকের দুই বিশ্বযুদ্ধের নেতি, ক্লান্তি ও অবক্ষয় চেতনা সর্বোপরি, প্রতীচ্যের সাহিত্যবোধ ও আন্দোলন ধারণ করেছে আধুনিকতাকে। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে এ সাহিত্যের বিষয়গত ১২টি প্রবণতার কথা বলেছিলেন:

১. নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।

২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।

৩. আত্ম-বিরোধ ও অনিকেত মনোভাব।

৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হতে সচেতন গ্রহণ।

৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসংবদ্ধতা।

৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও পস্নাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর প্রভাব।

৭. মার্ক্সীয় দর্শন, বিশেষ করে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনা।

৮. জ্ঞানের বিপুলভাবে দুরূহতার সৃষ্টি।

৯. প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে সংশয় এবং অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ।

১০. দেহজ কামনা বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১. প্রথাগত নীতিবোধে অবিশ্বাস।

১২. রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ সন্ধান।

মূল্যায়নঃ

১. সাহিত্যে আধুনিকতা কী? এ প্রসঙ্গে একটি গ্রহণযোগ্য মতামত উল্লেখপূর্বক আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

২. বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকীয় আধুনিকতার পটভূমি বর্ণনা করুন।

৩. বাংলা সাহিত্যের ত্রিশোত্তর আধুনিকতার মূল প্রবণতাগুলো ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

কবি / লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
বুদ্ধদেব বসু	''বন্দীর বন্দনা'', "হঠাৎ আলোর ঝলকানি''
জীবনানন্দ দাশ	''ঝরা পালক'', "বনলতা সেন'', ''রূপসী বাংলা''
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	''তন্বী'', "অর্কেস্ট্রা'', 'ক্রন্দসী''
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	''লালসালু'', ''কাঁদো নদী কাঁদো'', ''বহিপীর''
শামসুর রাহমান	"রৌদ্র করোটিতে'', ''প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'', "ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রান'

পর্ব-২

সাল	ঘটনা
১৯১৪	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
১৯০৫	বঙ্গভঙ্গ
১৯২২	টি এল এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড প্রকাশ
১৯১৭	রুশ বিপ্লব
১৯২৩	'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশ

পর্ব-৩

ক্রম	গ্রন্থ	ক্রম	মূল প্রবনতা / বৈশিষ্ট্য
১	ধূসর পাণ্ডুলিপি / জীবনানন্দ দাশ	৪	আমিত্ববোধ ও নগর চেতনা
২	অসাধুসিদ্ধার্থ / জগদীশ গুপ্ত	৩	মার্ক্সীয় / ফ্রয়েডীয় চেতনা
৩	পদ্মানদীর মাঝি / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	প্রতীচ্য শিল্পরীতির ব্যবহার
৪	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে / শামসুর রাহমান	২	অবক্ষয় চেতনা
৫	কাঁদো নদী কাঁদো / সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১	ক্লান্তি ও হতাশা

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ড. শোয়াইব জিবরান ও অন্যান্য, বাংলা শিক্ষণ, টিকিউআই-সেপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২. এ. এস. এম. মুজাম্মিল হক, হোস্নে আরা বেগম - বাংলা শিক্ষাদান, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, আগস্ট-১৯৯৬।

৩. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী।

৪. মাহমুদা বেগম, বাংলা শিক্ষণ; ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০৬।

৫. ড. শেখ আমজাদ হোসেন, মো: মনিরুজ্জামান, পিএস-১০০, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬।

৬. স্বপন কুমার ঢালী, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরী।

৭. হায়াৎ মামুদ,বাংলা লেখার নিয়ম-কানুন, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ফেব্রুয়ারি-১৯৯২।

৮. শামসুল কবীর, ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, ড. হালিমা খাতুন, ড. বেগম জাহান আরা; ভাষা ও মাতৃভাষা; স্কুল অব এডুকেশন, বা.উ.বি. (১ম সিমেস্টার)।

৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট; নিম্ন মাধ্যমিক স্তর; এপ্রিল-১৯৭৭।

১০. পাঠ্য বইয়ের বানান; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১১. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল; প্রধান শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স; টিকিউআই-সেপ

১২. সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল; ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট: দ্বিতীয় পর্যায়।